কারার ঐ লৌহকপাট

সম্পাদকীয়

এ বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপক ডঃ লিউ জিয়াওবো পুরুস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেন নি । চিনের এই মানবাধিকদূর কর্মীকে মানবাধিকার রক্ষার অহিংস লড়াই-এর ক্ষেত্রে তাঁর দীর্ঘসংগ্রামকে মনে রেখে এই পুরস্কারের কথা ঘোষিত হয়েছে । তিনি উপস্থিত হেত পারেন নি । বলা বাহুল্য সেদিনও তাঁর দিন কেটেছে কারান্তরালে । আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের বাসিন্দাদের মধ্যে আমরা যারা এইসব ক্ষ্যাপাটে মানুষদের অনুসরণ করতে তারা স্বাভাবিকভাবেই অণিন্দিত এইজন্যে যে, এদেশেও একই কালো ছায়ার ভিতরে আমরা বেঁচে আছি ।এইসঙ্গে জানিময় রাখা ভালো যে ১৯৩৬ সালে ণাৎসি জার্মানিতে ণোবেল শান্তি পুরুস্কারে সম্মানিত সাংবাদিক কার্ল ভন ওজিয়েটস্কি নাৎসি ককনসেনট্রেনশ ক্যাম্পে বন্দী ছিলেন। ১৯৭৫ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের সাহিত্যিক আন্দ্রেই শাখারভ এবং ১৯৯১সালে ময়নমারের আউঙ্গা সান সু কি এরা সকলেই ছিলেন কারান্তরালে। ১৯৫৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর জম্মেছিলেন লিউ জিয়াওকে । বেজিং নর্মান ইউনিভার্সিটির ছাত্র লিউ কিন্ত ২০০৩ সালে চায়না ফাউন্ডেশনে অন ডেমক্রাসি এডুকেশনের পক্ষ থেকে ব্যতিক্রমী গণতান্ত্রিক কর্মী হিসেবে শিরোপা পান । দেশ বিদেশের ণাণা পুরুস্কারে ভূষিত এই মানূষটি আজ চিনে বন্দী থেকেও আমাদের নিরন্তর অনূপ্রেরণার উৎস । লিউ জিয়াওবোর সূত্রে আরো একটি কথা মনে পড়লো !চিনের গণতন্ত্রের হালটা কেমন সেটা অনেকটা পরিস্কার করে বলেছেন ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফর্নিয়া, বার্কলের অধ্যাপক প্রণব বর্মন তাঁর সামপ্রতিকতম গ্রন্থে (Awakening Giants (Oxford) ।ভারতবর্ষও চিনের অর্থনৈতিক উত্থানের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি অত্যন্ত বিস্তারিতভাবেই লিখেছেন চিনের কথা। একটী উদাহরন দেওয়া যেতে পারে। ১৯৮৩ সালে চিনে প্রতি এক হাজার জনসংখ্যা পিছু হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা যত ছিল, ২০০৩ সালে প্রতি হাজার জনে শয্যার সংখ্যা তার অর্ধেকে দাঁড়িয়েছিল । এখন চিনে ৭৫ শতাংশ ক্লিনিক চলে ব্যবসায়িকভিত্তিতে। (দ্রঃ যারা জম্মায়নি, তারাই কি চিনের পতন ডাকছে/অমিতাভ গূপ্ত / আবাপ ২৬-১ ০-২০১০) । হয়ত ঠিক তূলনা নয়, তবূ মনে পড়ে গেল অভিরূপ সরকারের একটি লেখা হাসপাতাল ভোট দেয় ণা, তই সরকারের নজর নেই, (আবাপ ৯- ১ ১-২০১০) । ১ ৭ টি রাজ্যের ভিতরে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম ও শহরের মধ্যে সরকারি হাসপাতাল পরিসেবায় ফারাক সবচেয়ে বেশি । শুধু যে সব থেকে বেশি তহি নয়, অবিশ্বাস্য রকমের বেশি পশ্চিমবঙ্গে গ্রামে প্রতি এক কোটি মানূষ পিছূ ২.২১টি সরকারি হাসপাতাল, আর এক লক্ষ মানুষ পিছূ ৩.৭৯টি হাসপাতাল বেড ।শহরের চিত্রটা অবশ্যই অন্যরকম ।কেন এইরকম হয়? মনে রাখা দরকার বাইলার ৯৫ লক্ষ মানূষ আসে আর্সেনিক মিশ্রিত জল পান করেন। (Hindustan Times/4-11-2010) কলকাতার ৭৮ টি ওয়াডে অযূর্সেনিক প্রবণ টিউবওয়েল রয়েছে। জীবন যপনের এইসব প্রাথমিক চাহিদা নিয়ে কোণ ভাবণার দরকার নেই। কেনণা ভোট আসছে।

ভোট আসছে । তাই আবার টি-ভি-র চ্যানেলে চ্যানেলে আবার সেই নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরের বর্বর আত্যাচারের পক্ষে সওসাল করার দালালেরা নিরপেক্ষতার মূখোশ পরে শিল্পের নামে আসরে নেমে পড়েছেন । তবে একটা মজার ঘটণা এই যে এবার আর এই তমূলিকায় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিলম্বিত অধ্যাপক পবিত্র সরকার নেই । অথচ সম্বন্ধে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য/ঢালাও সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন ।এরই মধ্যে আমাদের একটি স্বস্তি দশ বছর বাদে সুচপূর গণহত্যা মামলায় ৪৪ জন সি পি এম নেতা-কর্মীর যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়েছে। এরা কারা? ণানূরু জেলা কমিটির সদস্য নিত্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। জোলা সদস্য শেখ বদরুজ্জামান, শেখ মোস্তাফা (ণানূর লোকাল কমিটির সম্পাদক), গোলাম সারোয়ার, পার্টির জেলা সদস্য রামপ্রসাদ ঘোষ, শাখা সম্পাদক গোপাল মাঝি । এরা সকলে কিন্তু জনগণের নেতৃস্থানীয় ।

ভেটি আসছে । তাই রাজারহাট ।আমাদের কাছে এটাই মজার যে, এখন মাননীয় আবাসন মন্ত্রী গৌতম দেব এখন মুক্ত কণ্ঠে বলছেন ভুল ক্রটি কিছু হয়ে থাকলে শুধরে নিতে রাজী । তাহলে রাজারহাট ভুল ছিল? অথচ আন্দোলনের সময় আমরা তো রাজারহাটের শান্তিপূর্ণ জমি অধিগ্রহণের গপ্পো শুনেছি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'Politics of the Governed' গ্রন্থে উঠে এসেছিল এই রাজারহাটের কথাঃ 'The decision was then made to acquire land at 'negotiated' prices. A land Procurement Committee was set up to negotiate an acceptable price with the affected persons. Not surprisingly, the Committee included local representatives of the Government as well as the opposition political parties. The result, it is claimed, is a virtually trouble-free acquisition with almost no court cases.' (P-73) -তাহলে কেন নাণা প্রহেলিকাময় প্রস্তাবনা?

আমাদের পত্রিকা প্রেসে যাবার আগে পশিবৃমবঙ্গের কলেজে কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেদ্রে করে ছাত্র মৃত্যুর ঘটণা ঘটেছে. মণিনীয় মূখ্যমন্ত্রী মৃত ছাত্রের মরদেহে মাল্যদান করেছেন । ভোটের বড় বালাই । চারদিকে এখন শুধু তুই বেড়াল, ণা মূই বেড়াল- চলছে । এরই মাঝখানে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ কলকাতায় একটি -বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেনঃ 'The CPM needs to be kicked in the backside so that its returns a chastened party. It would have been good for Bengali had the party lost 10 years ago.' (Times of India — 19.12.2010

যে সার্কাস দেখছেন আজ ভারতের শাসক শোষককূলের দাক্ষিণ্যে তার সর্বশেষ আইটেম বিণায়ক সেনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড আর হিমালয় থেকে কন্যাকূমারী তক্ চোরেদের লুটপাটের মহোৎসব ।

আমরা এবারের সম্পাদকীয় শুরু করেছিলাম চিনের মানবাধিকার কর্মী লিও জিয়াওরো-র কথা দিয়ে। শেষ করবো ১৯৬১ সালের ণোবেল শান্তি পুরুস্কার প্রাপক মায়নমারের বিদ্রোহিনী সুকি-র সংগ্রামের কথা স্মরণ করে । এরা আমাদের অনুপ্রেরণা। আকিঞ্চন, এই অভিযাত্রায় নিজেকে যুক্ত করতে চায় ।